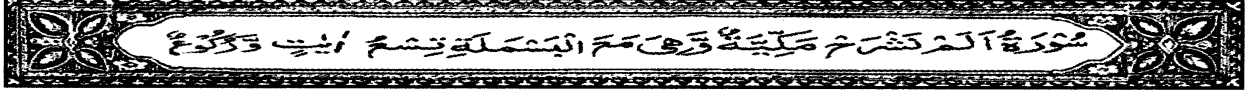


সূরা আল ইন্শেরাহ-৯৪

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণের সময় ও প্রসঙ্গ

যেহেতু এ সূরাটি পূর্ববর্তী সূরার সাথে অঙ্গঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এবং ঐ সূরার বিষয় বস্তুরই সম্প্রসারণ, সেহেতু স্বভাবতই এটিও একটি মক্কী সূরা এবং নবুওয়তের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরাতে মহানবী (সাঃ) এর উদ্দেশ্য পূর্তির ও ক্রমোন্নতির নিশ্চিত আশ্বাস বিবৃত হয়েছে এবং এ সূরা এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিহ্ন ও লক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত করছে, যা পরিনামে তাঁর (সাঃ) এবং তথা সত্যের যেকোন প্রচারকের চূড়ান্ত বিজয়ের নিশ্চয়তা দিচ্ছে। এ চিহ্ন ও লক্ষণগুলো হলো, (ক) প্রথমত তিনি তাঁর নিজের দাবীর সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসী হবেন এবং তা প্রচারের জন্য তাঁর নিকট উপায়-উপকরণ থাকতে হবে, খ) মানুষকে আকর্ষণ করার চুহকশক্তি তাঁর মাঝে থাকতে হবে, (গ) আল্লাহ্র ফয়সালা ও সাহায্য তাঁর পক্ষে ক্রিয়াশীল হতে হবে। এ সূরাতে নবী করীম (সাঃ) এর মাঝে এসব গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় রয়েছে বলে বর্ণিত হয়েছে। অতএব তাঁর লক্ষ্য অর্জিত হবেই।



সূরা আল ইন্শেরাহ-৯৪

মক্কী সূরা, বিস্মিল্লাহ্‌সহ ৯ আয়াত এবং ১ রুকু

১। আলাহুর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। আমরা কি তোমার জন্য তোমার অন্তরকে উন্মুক্ত করে দেইনি?

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ②

৩। আর তোমার ওপর থেকে আমরা তোমার সেই বোঝা নামিয়ে দেইনি,

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ③

৪। যা তোমার কোমর ভেঙ্গে ফেলার উপক্রম করেছিল^{৩৩০}?

الَّذِي أَتَقَضَّ ظَهْرَكَ ④

৫। আর আমরা তোমার নামকে (খ্যাতির উচ্চমার্গে) সমুন্নত করেছি^{৩৩১}।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ⑤

৬। অতএব (জেনে রাখ) নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য^{৩৩২}।

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥

৭। নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য।

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑦

৮। অতএব তুমি যখনই অবসর পাও তখনই চেষ্টাপ্রচেষ্টায় ব্রতী হও

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ⑧

৩৩০। হযরত রসূলে পাক (সাঃ) এর উপর সকল মু'মিনকে হেদায়াত দেয়ার এত বিরাট স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টিকারী ও হাড়ভাংগা বোঝা চেপেছিল যে সৃষ্টি অবধি কোন মানব-সন্তানের উপর আর কখনো এতবড় বোঝা চাপেনি। দুর্বিনীত, অধঃপতিত, নীতিবিগর্হিত, বর্বর জাতিকে অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলে উদ্ধারগামী আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উঠানো এবং তাদের মাধ্যমে অন্যায়-অবিচারে ও অজ্ঞানতা-কুসংস্কারে আপাদমস্তক নিমজ্জিত মানব-জাতিকে সুসভ্য পবিত্র মানুষে পরিণত করা যে কত বড় অসামান্য গুরুভার তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এ দায়িত্বের গুরুভার তাঁকে একেবারে চূরমার করে দিত যদি আল্লাহ তাঁর ভারকে নিজেই লঘু করে না দিতেন।

৩৩১। এ সূরা নবুওয়তের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল যখন মহানবী (সাঃ) তাঁর আশেপাশের বাইরে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি সর্বাধিক পরিচিত, নন্দিত ও শ্রদ্ধাভাজন কৃতী ধর্মগুরুর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে ধর্মীয় বা জাগতিক এমন একজন নেতাও নেই যিনি মহানবী (সাঃ) এর ন্যায় স্থায়ী অনুসারীদের কাছ থেকে এত অপারিসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করেছেন।

৩৩২। 'নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য' এ বাক্য পর পর দুবার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বুঝা যায়, ইসলামকে যে কঠিন ও কঠোর সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে তন্মধ্যে দুটি সময়ের ভীষণ কঠোরতা এর অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমে একবার এর প্রাথমিক বছরগুলোতে এবং দ্বিতীয়বার আখেরী যামানার দাজ্জালিয়তের যুগে। এ উভয় ক্ষেত্রেই ইসলাম বিজয়ীর বেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এ আয়াত দ্বারা এ কথাও বুঝা যায়, নবী করীম (সাঃ) ও মুসলিম উম্মত যে বিপদাবলীর সম্মুখীন হবে তা অস্থায়ী ধরনের। সে তুলনায় তারা যে কৃতকার্যতা লাভ করবে তা হবে স্থায়ী ও সুদূর-প্রসারী।

- ★ ৯। ক. এবং তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি একাগ্রতার সাথে
 ১ মনোনিবেশ কর^{৩৩৮২-ক}।
 [৯]
 ১৯

وَالِى رَّبِّكَ فَارْغَبْ ①

দেখুন : ক. ৭৩ঃ৯; ১১০ঃ৪।

৩৩৮২-ক। হযরত নবী করীম (সাঃ)কে সান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে, তাঁর সম্মুখে আধ্যাত্মিক উন্নতির সীমাহীন পথ উন্মুক্ত রয়েছে। অতএব উপস্থিত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কৃতকার্য হয়েই তিনি যেন সন্তুষ্ট না হন, বরং এক চূড়া অতিক্রম করার পর অপর চূড়ায় আরোহণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন এবং এভাবে শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ অতিক্রম করতে থাকেন। কেননা পতিত মানবজাতিকে সুসভ্য জাতিতে মানবে পরিণত করতে হলে এবং বিশ্বে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করতে হলে সর্বকালীন প্রচেষ্টার প্রয়োজন। তাতে বিরামের সুযোগ কোথায়? আয়াতটির অন্য অর্থ এও হতে পারে : শিষ্যগণের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ দানের কর্তব্য শেষে এবং দৈনন্দিন জাগতিক কার্যাদি সম্পাদনের পর তিনি যেন রাতভর সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর দিকে চিত্ত নিবিষ্ট করেন। কেননা তাঁর আধ্যাত্মিক ভ্রমণ-পথের কোন সীমা-পরিসীমা নেই।